দৈনিক সংবাদ

13

তারিখ ..22 DEC 1987... ...
পৃষ্ঠা... .. ...৮ কলাম...১... ...

গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটের হাল

পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ, বিভিন্ন অনিয়মের কারণে গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট বর্তমানে অচলাবস্থার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ওপর থেকে যদি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়, শিক্ষকদের মধ্যে থাকে দল-উপদল, পাঠ্যক্রম হয় যুগ-অনুপযোগী এবং প্রশাসন প্রায় অস্তিত্ববিহীন তাহলে কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক রকম সচল থাকতে পারে না।

এসএসসি পাস করার পর তিন বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করে ছাত্ররা যে ডিপ্লোমা পায় তা এইচএসসি-র সমতুল্য মর্যাদাও পায় না কি কারণে? অন্যান্য কারিগরি ক্ষেত্রে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা করার পর তো ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এ থেকে কি গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট ও এর ছাত্রদের প্রতি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের বিমাতাসুলভ আচরণ প্রতিফলিত হয় না?

ভাবতে অবাক লাগে যাদের নিজেদেরই ডিপ্লোমা নেই তারা ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষকতা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক বা পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং অন্যদের শিক্ষাদান করা যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব থাকতেও পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে যথাযোগ্য যোগ্যতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত শিক্ষক না পাওয়ার কথা নয়।

ছাত্রদের মধ্যে দলাদলির জন্য আমরা ক্ষোভ এবং আক্ষেপ প্রকাশ করি, শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য এটা কম দায়ী নয়। কিন্তু যেখানে শিক্ষকরাই কোন্দলে লিপ্ত হন সেখানে ছাত্ররা অনুসরণ করবে কাদের? তার ওপরে ছাত্রদেরকে শিক্ষকদের গ্রুপ স্বার্থে ব্যবহার অবস্থার আরো অবনতি ঘটায়। গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটে এ ব্যাপারে যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত এবং অবসান হওয়া দরকার।

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠ্যক্রম তৈরী না করলে শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চাৎপদ থেকে যায়। কিছু সংখ্যকের যোগ্যতা নেই বলে বিগত দিনের পাঠ্যক্রম হুবহু আঁকড়ে থাকা সমর্থন করা যায় না। যেসব শিক্ষকের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাদানের যোগ্যতা নেই তাদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা এবং চাকরি বহাল রাখা যেতে পারে।

মুদ্রণ শিল্পে ইদানীং যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, টিকে থাকার জন্যই আমাদেরকে তা রপ্ত করতে হবে। পুরনো দিনের কম্পোজ পদ্ধতি, মনো, লাইনোর পাশাপাশি তাই ফটোকম্পোজ, কম্প্যুটারে ছাপা ইতিমধ্যেই এদেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। বিদেশ থেকে মেশিনপত্র, যন্ত্রাংশ পাওয়া যাবে না বলে হয়তো একদিন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে পুরনো পদ্ধতির মুদ্রণ কাজ করা বা করানো সম্ভব হবে না। ইনষ্টিটিউটকে একথা মনে রেখেই তাদের শিক্ষাদান কার্যক্রম সময় সময় পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

যেখানে বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে সেখানে গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটে লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে আমদানীকৃত অফসেট, লাইনো ও মনো মেশিনের মত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকাটা অপরাধতুল্য ব্যাপার। উল্লেখিত মেশিনগুলো ঠিকভাবে চালানো হলে যে কেবল ছাত্ররাই হাতে-কলমে উন্নতমানের কাজ শিখতে পারতো তাই নয়, মুদ্রণকার্যে এগুলোকে ব্যবহার করে সরকারও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করতে পারতেন।

বিভিন্ন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া বা বন্ধ করে দেয়া এখন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তবু কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একনাগাড়ে ১১/১২ মাস বন্ধ থাকাটা শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও কল্পনা করা যায় না। এতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা এবং প্রশাসনিক শৈথিল্য কত বেশী তা প্রমাণিত হয়। আমরা আশা করব ইনষ্টিটিউট কর্তৃপক্ষ নিজেরা নিজেদের সৃষ্ট এই রেকর্ড ভঙ্গ করে সেশনজট এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন আবারো দীর্ঘতর করবেন না।